মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সৌজন্য সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ সবুর খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ৭ এপ্রিল, ২০১৩ ইং।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.;
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
ঢাকা চেম্বারে আমার সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে শত ব্যস্ততার মাঝেও সৌজন্য সাক্ষাতের সময় দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্তমান বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান ইকোনমিক ডিপলোমেসি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি আপনার মন্ত্রনালয়ের গতিশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমরা সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

মাননীয় মন্ত্রী,

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত সরকারের সাথে একত্রে কাজ করছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান বর্তমানের ২৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীতকরণ প্রয়োজন। তাছাড়া ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো নতুন ১,২০,০০০ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ৬১.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সাফল্য বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তবে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে ঋণাত্মক গতি লক্ষ্য করার মত। ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ এবং রেমিটেন্স প্রবাহের পরিমান সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে যা অর্থনীতির জন্য খুবই ইতিবাচক। অন্যদিকে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে নেতিবাচক ধারা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়া, নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের নিশ্চায়তা না দেওয়া ইত্যাদি অর্থনীতির জন্য আশংকার কারণ। **বিশ্বব্যাপী দুই দফা অর্থনৈতিক মন্দা, বৈশ্বিক তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি একটি স্থিতিশীল অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সামনে আরও বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমি কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেব ঢাকা চেম্বারের কিছু কর্মকান্ড তুলে ধরছিঃ**

১। <u>রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা</u> ঃ

বাংলাদেশের রপ্তানি মূলতঃ গুটি কয়েক বাজার ও পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশই আসে মাত্র চারটি বাজার যেমন ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং জাপান থেকে। অন্যদিকে ৮৮ শতাংশ রপ্তানি আয় আসে মাত্র পাঁচটি খাত যেমনঃ নিটওয়্যার, ওভেন, হিমায়িত মৎস্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য থেকে। তাই ঢাকা চেম্বার মনে করে এসব প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী।

তথ্য প্রযুক্তির সুবিশাল সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে অপ্রচলিত পণ্যের বিকাশ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র তৈরী পোষাক নির্ভর রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের যে ঝুঁকি রয়েছে তা লাঘব করার জন্য নতুন ও অপ্রচলিত খাত খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য এবং ক্ষতিকারক ছত্রাকের জীবন রহস্য উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এগুলোর যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের টেকনোলোজি কাজে লাগাতে হবে। **ঢাকা চেম্বার অপ্রচলিত এবং সম্ভাবনাময় শিল্পের উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা এবং পলিসি সাপোর্ট প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।**

২। ইপিবি এবং বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণ ঃ

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এর মাধ্যমে প্রতি বছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিদেশে বিভিন্ন ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করা হয়ে থাকে। অত্যন্ত দূর্বল ব্যবস্থাপনায় এসব ফেয়ারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে Poorly Represent করা হয়। এতে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়, কিন্তু মেলায় অংশগ্রহণের পূর্ণ Outcome অর্জিত হয় না। একই ভাবে দেশের বেসরকারী খাতও এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে তেমন কোন উপকার পাচ্ছে না। আপনি জানেন যে, সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইপিবিকে দোষারোপ করা ঠিক হবেনা। **আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য মেলা আয়োজনে অভিজ্ঞ লোকবল নিয়োগ করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এতে মেলা আয়োজনে ইপিবি'র পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে।**

এছাড়াও ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণের পাশাপাশি B2B Network বৃদ্ধির জন্য Match-making এর উদ্যোগ নেয়া হলে আরো বেশি ফলপ্রসু হবে। কাজেই বিদেশে এসব মিশনকে আরো কার্যকর ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে **ঢাকা চেম্বার- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী। আমরা প্রতিটি মিশনে বেসরকারী খাতের সাথে যোগাযোগের জন্য একজন করে** Designated Person **নিয়োজিত করার প্রস্তাব করছি।** তিনি বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন এবং তাদের মিশনের সাথে এনআরবিদের সম্পৃক্ত করে নতুন নতুন বাজার সম্পর্কে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের অবহিত করবেন।

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনগুলোর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং উৎসাহিতকরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন করে রাষ্ট্রদুত এবং কমার্সিয়াল কাউন্সিলরকে তাদের নিজ নিজ মিশনের মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারনে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ করা যেতে পারে। এতে বাংলাদেশের মিশনগুলোর মধ্যে ভালো করার প্রতিযোগিতা তৈরি হবে এবং তাদের উপর অর্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

৩। কমার্সিয়াল কাউন্সিলরগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

সাধারনত কমার্সিয়াল কাউন্সিলরগণ বিদেশে আমাদের মিশনে যোগদানের পূর্বে বেসরকারী খাতের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে কাজে যোগদান করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের তেমন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। **কমার্সিয়াল কাউন্সিলরগণ তাদের মিশনে যোগদানের পূর্বে যাতে ঢাকা চেম্বারসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা করে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া মিশনগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা একান্ত আবশ্যক।** এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, গত বছর ঢাকা চেম্বার International Trade Centre (ITC) এর সহায়তায় বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য দুই দিন ব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করেছিল। এছাড়াও ঢাকা চেম্বার NTFII প্রকল্পের আওতায় ITC এবং CBI এর সহায়তায় ইউতে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস ও কমার্শিয়াল কাউন্সিলের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কর্মশালা আয়োজন করেছিল। এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে **বাংলাদেশের মিশনে নিয়োজিত কমার্সিয়াল কাউন্সিলরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর মাধ্যমে নিয়মিতভাবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার দিক্-নির্দেশনা আশা করছি।**

৪। বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা বহাল রাখা ঃ

বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা প্রাপ্তির যে ধরনের জটিলতা হয়েছে তা বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হবে। এর ফলে অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **যে মুহুর্তে তৈরী পোশাকের বাংলাদেশের সকল পণ্যের ইউএস জিএসপি সুবিধা প্রদানের জন্য সর্বমহল থেকে বলা হচ্ছে, সে সময় এই জিএসপি সুবিধা বাতিলের বিষয়টি আলোচনায় আসা মানে হলো আমেরিকার বাজারে তৈরী পোষাকের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের বহুদিনের দাবী ম্লান করে দেয়া।** বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে এমনিতেই বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক নয়; এমতাবস্তায় জিএসপি সুবিধা বাতিল করার সিদ্ধান্তের কোন যুক্তিসংগত কারন নেই।এলডিসি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য এ সুবিধা অব্যাহত রাখা দরকার।

৫। <u>প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ</u> ঃ

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এখন আমাদের অর্থনীতির অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সপ্তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমাদের এনআরবি ব্যবসায়ীরা খুবই সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। শুধু তাই নয়, তারা বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগও করছেন। এ সকল বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়ীক সফলতার মাধ্যমে অনেক উদাহরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ বর্তমানে শুধুমাত্র তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে অর্থ প্রেরণ করে থাকেন। **সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করছি যে, অনেক এনআরবি বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে, এমনকি মানসিক প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর মহোদয়কে প্রস্তাব দিয়েছে।**

উল্লেখ্য যে, এনআরবিগণের জীবন বাজী রেখে পরিশ্রম করে উপার্জিত অর্থ দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে কাজে না লাগানোর ফলে ক্রমান্বয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে পুরো জাতি। তাই প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমাদের দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। এ লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অতি শীঘ্রই একটি "এনআরবি সম্মেলন" আয়োজনে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এ সম্মেলনে আপনার সদয় উপস্থিতি এবং সহযোগিতা কামনা করছি।

৬। বিসিআইএম (**BCIM**) এর সুযোগ কাজে লাগানোঃ

বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার এই চারটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত বিসিআইএম (BCIM) আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামে ভৌগলিকভাবে মধ্যস্থানে অবস্থান করার কারণে বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিক্যালি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। **পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এ অঞ্চলে বাস করার কারনে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিসিআইএম ভুক্ত ২৭০ কোটি জনবহুল বাজারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরী হয়েছে। এই সুবিধাজনক অবস্থাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।**

৭। বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনকরণ ঃ

বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির ধারাবাহিক সাফল্যের প্রেক্ষিতে গত বছর ঢাকা চেম্বার কর্তৃক "পজিশনিং বাংলাদেশ ঃ ব্রান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। এ কনফারেন্সে আপনার উপস্থিতি এবং দিক্-নির্দেশনা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আপনি যানেন যে, H&M, Youngone, Odesk, Trellis, Elance, GPIT ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ এ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। **এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা চেম্বার ও বেসিস এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে আইটি ও আইটি আউটসোর্সিং খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে আলোচানার জন্য ইইউ থেকে বেশ কিছু বিনিয়োগকারীর বাংলাদেশে আসার কথা ছিল। এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশে আইটি ও আইটি আউটসোর্সিং খাতে বিদেশী বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।** আমি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানাচ্ছি যে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এদের মধ্যে মাত্র ছয়জন বিনিয়োগকারী এসেছিলেন, অন্যরা তাদের সফর স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে। এসব বিনিয়োগকারী তাদের হাতে অর্থ না রেখে অন্যত্র বিনিয়োগে ধাবিত হতে পারে বলে আমরা আশংকা করছি।

৮। নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণঃ

অনেক ব্যবসায়ী হতাশার কারণে দেশে তাদের ব্যবসা বন্ধ করে অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে, এতে কর্মসংস্থানের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বে বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নেতিবাচক নজির রয়েছে। **যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ রিসার্চ এসোসিয়েশন (জিইআরএ) এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে তরুন উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে তাদের ৭২ শতাংশ মনে করে তারা ব্যর্থ হবে।** ব্যবসা এবং বিনিয়োগে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে বাংলাদেশে অধিকাংশ লোক অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাদের জমানো অর্থ জমি ক্রয়, ইমারত নির্মাণসহ বিভিন্ন অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। ফলে আমাদের জমির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ না হওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। **আমরা মনে করি উৎপাদনশীলখাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমেই ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।**

আপনি জেনে খুশি হবেন যে, এ বিষয়টি নুধাবন করে ঢাকা চেম্বার ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এ লক্ষ্যে আগামী অক্টোবর, ২০১৩ তে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য একটি সম্মেলন আয়োজন করা হবে। ঢাকা চেম্বারের এ উদ্যোগ বর্তমান সরকারের নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এ বিষয়ে আপনার প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা প্রত্যাশা করছি।

৯। ঢাকা চেম্বারে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপনঃ

ঢাকা চেম্বার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৬৪টি চেম্বার ও এসোসিয়েশনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছিল। এ সকল স্মারক কার্যকর করে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা চেম্বারে জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানের রাষ্ট্রদূত এবং শ্রীলংকায় অবস্থিত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ও বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রীলংকার হাই কমিশনারের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এসব আলোচনায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। **দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে ঢাকা চেম্বারে "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" নামে ব্যবসায় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।** এই হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

বিদেশে অবস্থিত আমাদের মিশনগুলোকে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য তাদের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে আসার পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারনে তারা অনেক সময় হতাশাগ্রস্থ হয়। এ সমস্ত বাধা দূরীকরণে **"ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" এর মাধ্যমে প্রতিটি মিশন এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে একত্রে কাজ করার একাত্মতা ঘোষণা করছি।**

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়,

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মূলতঃ দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করে। **রাজনৈতিক পরিবেশ স্থিতিশীল না হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসবে না, দেশীয় বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরী হবে না।** অতি সম্প্রতি সারা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতায় ব্যবসায়ী মহল চরম বিভ্রান্তি ও বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মসূচির কারনে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় পবিত্র স্থান এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনে অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুর এর মত ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশ গভীর সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ ধরনের সহিংস এবং সাংঘর্ষিক রাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের উন্নয়নকে ব্যাপক হুমকির মুখে ঠেলে দিবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। **আমাদের প্রতিপক্ষ দেশগুলো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে বিদেশে নতুন করে আবার বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সংকটে পড়েছে।**

মাননীয় মন্ত্রী,

এক সময় শ্রীলংকায় তামীল সমস্যার কারনে তাদেরকে অনেক মাসুল দিতে হয়েছিল। বাংলাদেশ সে সময় সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। শ্রীলংকা তাদের প্রধান সে সমস্যা দুর করেছে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। মায়ানমার সামরিক সরকারও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতন্ত্রকামী একমাত্র নেত্রীকে মুক্তি দিয়েছে এবং রাজনীতিতে তাঁকে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এতে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা সেদেশে ধাবিত হচ্ছে।

সারা বিশ্ব অর্থনীতিকে সামনে রেখে দলীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তারা একত্রে কাজ করে যাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে বিভিন্ন ধর্ম, মত, গোত্র, বর্ণ ভেদাভেদ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। থাইল্যান্ডে নতুন দল গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করেছে, সেখানে গণতান্ত্রিক চর্চা বিদ্যমান থাকার কারনে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হিসেবে থাইল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে ভৌগলিকভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালী সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার কারনে বাংলাদেশও বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি অন্যতম আদর্শ গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

যে মূহুর্তে ব্যবসায়ী সমাজ বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা এবং সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী ও এনআরবিগণ বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রস্তুতি নিচ্ছে, সে মূহুর্তে রাজনৈতিক দল কর্তৃক সৃষ্ট বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। **হরতালের মত কর্মসূচীর কারনে যাতে আমাদের রপ্তানী ব্যহত না হয় সে জন্য যে কোন মূল্যে একে রক্ষা করতে হবে। আভ্যন্তরীন Supply-Chain নিরবচ্ছিন্ন রাখতে আমাদের রেলপথ ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। বিদেশে বাজার রক্ষায় যে কোন মূল্যে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ইতিবাচক রাখতে হবে।**

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় এবার নতুন মাত্রা হিসেবে ব্যাংক, বীমা, এটিএম বুথসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক শো-রুম এমনকি চেম্বার ভবন পর্যন্ত অগ্নি সংযোগ ও ভাংচুরের শিকার হয়েছে। এটা এখনই বন্ধ করতে না পারলে রাজনৈতিক সহিংসতার হাতিয়ার হিসেবে এধারা অব্যাহত থাকতে পারে। এটা বেসরকারি খাত এবং অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেত।

মাননীয় মন্ত্রী,

পরিশেষে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে আপনার মন্ত্রণালয়ের সাথে ঢাকা চেম্বারের একত্রে কাজ করার জন্য বিদ্যমান কর্মকর্তদের মধ্য হতে অন্ততঃ একজন কর্মকর্তাকে Assign করার জন্য অনুরোধ করছি। এতে উল্লেখিত এসব কাজ সম্পাদন করতে ঢাকা চেম্বারের সুবিধা হবে।

ঢাকা চেম্বারের নব নির্বচিত পরিচালনা পর্ষদ-কে সময় দিয়ে আজকের এ ফলপ্রসূ সভা অনুষ্ঠানের জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বরাবরের মত ঢাকা চেম্বারের সহযোগিতার ব্যাপারে আপনাকে আশ্বস্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

৭ এপ্রিল, ২০১৩।